মহানিশা

মহানিশা

Mohondas Banerjee.

অনুরূপা দেবীর সুখ্যাত কথা-সাহিত্যের
চিত্র-রূপ

মহানিশা

শিল্পী-সঙ্ঘ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	নরেশ মিত্র
আলোক-শিল্পী	...	অশোক সেন
শব্দ-যন্ত্রী	...	শম্ভু সিং
সুর-সংযোজনা	...	অমর বসু

—প্রযোজনা—

শিশির মল্লিক

বড়ুয়া সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

বি, নান, (পাবলিসিটি এজেন্ট) ১৬।১নং বিডন ষ্ট্রীট, কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
মুদ্রাকর :—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস, ২১ নং ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিচয়

মুরলীধর	...	রবি রায়
নির্ম্মল	...	জহর গাঙ্গুলী
ডাক্তার	...	অমর বসু (এঃ)
ব্রজ	...	ভূমেন রায়
রাধিকাপ্রসন্ন	...	যোগেশ চৌধুরী
বেহারী	...	নরেশ মিত্র
কৃষ্ণধন	...	কৃষ্ণধন মুখুজ্জে
আলোকনাথ	...	ইন্দু মুখুজ্জে
সৌদামিনী	...	আসমানতারা
অপর্ণা	...	রেণুকা রায়
		সোনেরো পিকচার্সের সৌজন্যে
ধীরা	...	চারুবালা
এথেল	...	মিস্ হাম্পডেন্
প্রিয়ম্বদা	...	পারুল
ভিখারিণী	...	রাজলক্ষ্মী
ছোট খুড়ী	...	পদ্মাবতী
যতীশ্বর	...	উষানাথ রায়চৌধুরী (এঃ)
মিঃ হাম্পডেন	...	মিঃ হাম্পডেন্
অপর্ণার মামা	...	হীরালাল চাটুজ্জে
কামাখ্যাচরণ	...	বিজয়কার্ত্তিক দাস
পাঁচকড়ি	...	বিনয় বসু
তুলসী	...	মণিমোহন চাটুজ্জে
গাড়োয়ান	...	বিশ্বমঙ্গল

দুরন্ত-পরবাসে

আমার হাড় কালা করলাম রে
আরে আমার দেহ-কালার লাইগারে
অন্তর কালা করলাম রে দুরন্ত পরবাসে ॥
(ও মন রে) হাইলা লোকের লাঙ্গল বাঁকা
জনম বাঁকা চাঁদরে
জনম বাঁকা চাঁদ
তার চাইতে অধিক বাঁকা যারে দিছি প্রাণরে ॥
(ও মন রে) কূল বাঁকা, গাঙ্ বাঁকা, বাঁকা গাঙের পাণি
সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা
তবু—বাঁকারে না জানি ॥
(ও মন রে) হাড় হইল জার-জার অন্তর হৈল গুঁড়া
পীরিতি ভাঙ্গিয়া গেলে নাহি লাগে জোড়া ॥

কথা—পল্লীকবি জসীমউদ্দীন এম্, এ,
শিল্পী—আব্বাসউদ্দীন (এঃ)
সঙ্গত—কানাই শীল, হরিমোহন শীল, আনন্দমোহন বিশ্বাস

মহানিশা

গল্পাংশ

বাঙলা দেশে জীবিকার্জ্জনের কোনো পন্থাই খুঁজে না পেয়ে সহায় সম্পদ-হীন নির্ম্মল ভাগ্যান্বেষণে বর্ম্মায়—তার পিতৃবন্ধু মুরলীধরের কাছে যাওয়াই স্থির করল।

সেখানে রওনা হবার আগে—তার পিসির বাড়ীর পাচিকা সৌদামিনীর রূপসী ও গুণবতী মেয়ে অপর্ণাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে—তাকেই বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। দুস্থা অনাথা সৌদামিনী নির্ম্মলের কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন।

বর্ম্মায় মুরলীবাবু যৌবনে নিঃস্ব ছিলেন। হাম্পডেন বলে এক সাহেবের সঙ্গে যৌথ কারবার চালিয়ে আজ তিনি মস্ত বড় ধনী—এবং "মুখার্জ্জি-হাম্পডেনের" অংশীদার। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হলেও তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল বড় অশান্তিময়। জন্মান্ধ কন্যা ধীরা এবং বিলাসী ও খামখেয়ালী পুত্র ব্রজ এই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। তাঁর অবর্ত্তমানে ধীরার কি গতি হ'বে এই চিন্তায় বৃদ্ধ মুরলীধর কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হ'লেন। বিলাত ফেরত ব্রজরাজের এদিকে মোটেই নজর নেই। সে তার 'ড্যান্স পার্টি' আর আমোদ-প্রমোদ নিয়েই মস্ত!

আত্মীয়-স্বজন-হীন এই দূরদেশে পিতা-পুত্রীর এক অকৃত্রিম সুহৃদ জুটে গিয়েছিল—তিনি এদের গৃহ-চিকিৎসক কেশব বাবু।

বন্ধুপুত্র নির্ম্মলকে পেয়ে মুরলীবাবু খুসী হলেন এবং তাকে শিক্ষিত ও সুযোগ্য দেখে—নিজের গৃহে ছেলের মতো আশ্রয় দান করে—আপনার আপিসে ভালো কাজ জুটিয়ে দিলেন।

ওদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাঁচ মাস বাদে সৌদামিনী —নির্ম্মলের পত্রে জানতে পারলেন—এক বছর পর সে এসে অপর্ণাকে বিয়ে করবে।

ব্রজ হাম্পডেন-কন্যা এথেলের প্রেমে মসগুল।

কর্ম্মদক্ষতায় নির্ম্মল আপিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে উঠল কিন্তু যখন সৌদামিনীর কাছ থেকে চিঠির জবাব আসে—সে চিঠি পড়তে নিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠে—অপর্ণার প্রেম-গুঞ্জন মুখরিত সেই হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি!

এদিকে অরক্ষণীয়া মেয়েকে নিয়ে সৌদামিনীর দিনগুলো ক্রমশঃ ভারী হ'য়ে ওঠে। গ্রামে দশজনে দশকথা বলে—মেয়েদের স্নানের ঘাটের বাতাস মা-মেয়ের কুৎসায় ভরে যায়। ওদের গ্রাম সম্পর্কে এক ছোট খুড়ি পরামর্শ দিলে—তাদের গ্রাম ছেড়ে অন্য কোনো আত্মীয়ের কাছে চলে যেতে—নইলে এ নিন্দের ঢেউ কিছুতেই বন্ধ হ'বে না! তাই স্থির হ'ল।

ছোট খুড়ি তাঁদের হয়ে রাধিকা মুখুজ্জেকে চিঠি লিখে দিলে। রাধিকা সৌদামিনীর দাদামশাই। ইনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সংসার-যুদ্ধে ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে তাঁর বাইরেটা হয়ে গেছে রুক্ষ কর্কশ—কিন্তু অন্তর এখনো ফল্গুধারার মতোই স্নিগ্ধ।

যথাসময়ে চিঠি গিয়ে রাধিকার হাতে পৌঁছুলো। সেই সঙ্গে তাঁর মনে ভেসে উঠলো বিগত দিনের দুঃখময় ইতিহাসের কথা! নিঃসন্তান বৃদ্ধের বুক ব্যথায় বিষিয়ে উঠল।

তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বেহারী বৃদ্ধের অন্তঃকরণের সমস্ত ব্যথাই জান্‌তেন। একদিন গভীর রাত্রে কার পদশব্দ শুনে বেহারী গোপনে ওপরে গিয়ে দেখলে—সন্তানহীন বৃদ্ধ খেলনা নিয়ে মগ্ন হ'য়ে আছে। তখন আর তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইল না। সে সৌদামিনীদের আনতে পলাশডাঙা রওনা হল এবং যথাসময়ে তাদের নিয়ে ফিরে এলো।

বর্ম্মায় মুরলীধর চেষ্টা করেও যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবর্ত্তমানে জন্মান্ধ কন্যা ধীরার কি অবস্থা হ'বে একথা ভেবে—বৃদ্ধের যেন স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই! তার একান্ত কামনা—নির্ম্মল ধীরার ভার নেয়। এই পরিবারের সুহৃদ ডাক্তারেরও তাই অভিপ্রায়। এতে সুরু হ'ল নির্ম্মলের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

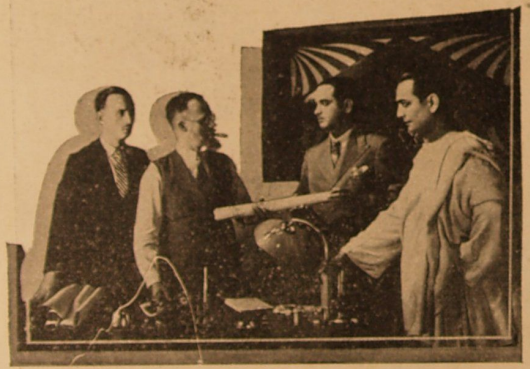

অপর্ণাকে সে কোনমতেই ভুল্‌তে পারে না। এদিকে ধীরার ভার না নিলে—মরণোন্মুখ বৃদ্ধ তাকে অকৃতজ্ঞ মনে করবেন। নির্ম্মল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ধীরাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

সেদিন হ্যাম্পডেন হলে নাচ চল্‌ছিল। করতালি ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। সেই ধ্বনির সঙ্গে মিলে গেল—নির্ম্মলের কক্ষের দ্বারে ধীরার ব্যাকুল করাঘাত—মুরলীধর মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছেচেন!

নৃত্য-গৃহে ব্রজর মন আজ বড় উন্মনা। যে এথেলের জন্যে সে জগৎ সংসার ভুলে বসেছিল সে আজ অন্যের অনুরাগিণী।

ওদিকে মুরলীধরের আসন্ন-মৃত্যু লক্ষ্য করে নির্ম্মল ধীরাকে বিবাহ করতে সম্মত হল—ডাক্তারের সুব্যবস্থায়—তৎক্ষণাৎ মরণোন্মুখ বৃদ্ধের সম্মুখে

বিবাহের সমস্ত অয়োজনই প্রস্তুত হ'ল। দীপ নির্ব্বাপিত হ'বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যেমন জ্বলে ওঠে মুরলীধর ঠিক তেমনি উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন! ডাক্তার খবর পাঠিয়ে ব্রজকে নাচের আসর থেকে ডাকিয়ে আন্‌লেন। সে গৃহে ফিরে পিতার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে—নির্ম্মলকে এই বলে কটূক্তি করতে লাগল যে অর্থের লোভেই সে ধীরার পাণিগ্রহণ করছে।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মুরলীধর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন!

ওদিকে দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় সৌদামিনী শিবের অসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন!

গ্রামের বিচক্ষণ কবিরাজ তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করল—কিন্তু ঠিক এই সময়ে রাধিকা মুখুজ্জে—বিসূচিকা রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করলেন! অসম্পূর্ণ রইল—অপর্ণার বিবাহ অসম্পূর্ণ রইল—রাধিকাপ্রসন্নের সম্পত্তির শেষ বিলি-ব্যবস্থা!

ওদিকে ব্রজ এথেলের আশা ছেড়ে দিয়ে মাপো নামে এক বর্ম্মিণীর রূপ-পূজারী হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন সে-ও তাকে ছেড়ে গেল—ব্রজ স্থির করলে—নিরীহ কালো বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করবে। তার এই সুমতি দেখে ডাক্তার তাদেরই অপিসের এক ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ব্রজর বিবাহিত জীবন মধুময় হ'য়ে উঠল। কিন্তু নির্ম্মল? সে ধীরাকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু—তাকে আনন্দ দিতে গিয়েই তার মনে ভেসে ওঠে চির-দুখিনী অপর্ণার কথা। ওরা কেউ যেন কারো মনের নাগাল পায় না!

কি একটা অপিসের কাজে নির্ম্মল মফঃস্বলে রওনা হ'ল—কিন্তু পথে দুর্ঘটনা হওয়ায় আহত অবস্থায় ফিরে এল ধীরার কাছে। তাকে শুশ্রূষা করতে করতে ধীরা জান্‌তে পার্‌লে—নির্ম্মলের সমস্ত মন-প্রাণ ছেয়ে আছে অপর্ণা—সেখানে তার ঠাঁই কৈ?

ওদিকে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি কামাখ্যাচরণ এসে রাধিকাপ্রসন্নের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করলে—শেষে একদিন সৌদামিনী আর অপর্ণা সত্যিই গৃহহীন হ'ল। তাদের শেষ-সম্বল পথের সাথী রইল চির-বিশ্বস্ত বেহারী।

কিছুদিন নদীর হাওয়ায় থাক্‌লে শরীর সুস্থ হ'বে মনে করে নির্ম্মল ও ধীরা ষ্টীমার ভ্রমণে রওনা হ'ল। সেখানে হঠাৎ যতীশ্বর বলে নির্ম্মলের পিস্‌তুতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। সে অপর্ণাদের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে নির্ম্মলকে বর্ণনা করে তাকেই এইজন্যে দায়ী করলে!

ধীরা সকর্ণে সবই শুন্‌তে পেলে! এ জীবন রেখে তার আর লাভ কি? সবার অলক্ষ্যে সে নদীর শীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর তাকে কোন মতেই খুঁজে পাওয়া গেল না!

সেই মহানিশায় বর্ম্মার কালো জলে যে প্রদীপ নিভ্‌লো—তাই বুঝি অপর্ণার জীবনে ভোরের সোণালী রোদ হয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

কেননা রোগশয্যায় অপর্ণা! শেষ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখ্‌লে—নির্ম্মল যেন ফিরে এসেছে। মুখে সে কোন কথা কইতে পারলে না—তার দেহের সমস্ত ভার নির্ম্মলের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে!

লোকে বলে ভোরের স্বপন সত্যি হয়!

মহানিশা

=সঙ্গীতাংশ=

ধীরার গান—

কোন সাগরে আঁধার কূলে
গান গেয়ে কে যায়
বলে আয় ওরে আয় ছুটে আয়।
হেথায় নিভেছে দিনের আলো
মহানিশা আসে ঐ
ঊর্ম্মি-মুখর—ফেনিল সাগর
নাচিছে তাথৈ তাথৈ॥
নিরন্ধ্র এই অন্ধকারে
কেমনে আজ যাব পারে
দাঁড়িয়ে যে তাই সাগর তীরে
তোমার প্রতীক্ষায়।

কথা—অমর মুখোপাধ্যায়

গাড়োয়ানের গান—

ও মন কোন পথে তুই
চলিস্ ছুটে ঘাটে বাটে—
কি ধন পাইবার লাগি
আড়ৎ জোড়া ফলের ঝোড়া
আগা গোড়াই দাগি
ভেবে ভেবে হলি সারা
সারা রাতিই জাগি—॥
কোন হাটে তুই বেচ্‌বিরে তায়
কে দিবে তার দাম।
ভোরে উঠি ঘোরা ঘুরির
আছেই বা কোন কাম।
দোকান পাট তুই জিম্বা দে' তায়
সুখের দুখের ভাগী
ভুঁয়ে থুয়ে বোঝা' নে তার চরণ মাগি॥

কথা—অমর বসু

ধীরা—

শুনগো মরম সই—
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিত রই।
দিতে ক্ষীর-সর জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি—
জননী আমার করে হাহাকার
কহিল সকলে ডাকি।
শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া ক্রোড়ে
আমারে হেরিতে অইলা ত্বরিতে
সুতিকা মন্দির দ্বারে
গায় দিতে হাত মোর প্রাণ নাথ
অন্তরে বাড়ল সুখ
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
(আমি) হেরিনু বঁধুর মুখ।

ভিখারিণী—

মা গো মা—
তোমার সতীন সহজ মেয়ে নয়!
তুমি স্বামীর বুকে নাচ মা'
সতীন স্বামীর মাথার রয়।
আমি তো দেখিনি কভু মেয়ে মানুষ এমন হয়।
যায় না দেখা লুকিয়ে থাকেন হরের শিয়রে
এমন মানুষ কে আছে মা বুঝবে যে ওরে
আজকে জটার বাঁধন খুলে পড়ল ঢলে এলোচুলে
গঙ্গাধর মা কুলে কুলে
কেঁদে কত কথা কয়॥
উন্মাদিনী নেচে চলে দেয় না কথায় কান
তুমি ছাড়া বুঝবে কে মা ভোলার অভিমান!
বুঝিয়ে হরে আন মা ঘরে
নইলে কথা কইবে পরে
নারদ বলেন বীণার স্বরে
গৌরী-গঙ্গা পৃথক নয়॥

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

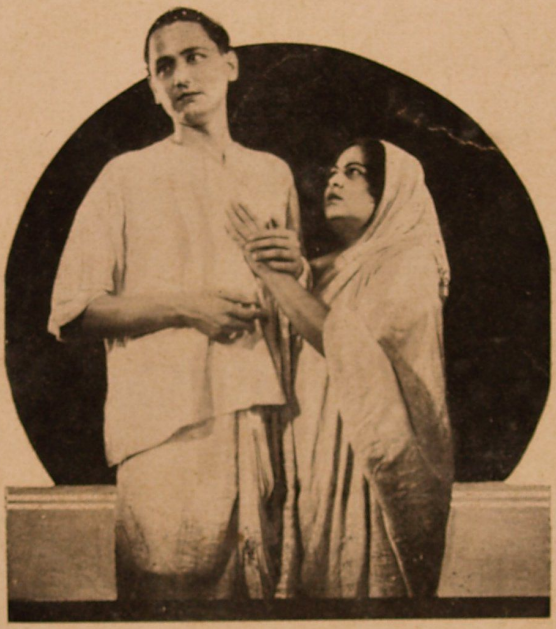

অন্নপূর্ণার মন্দির

মহানিশা

পরিচয়।

ডাক্তার	......	অমর বসু (এঃ)
বেহারী	......	নরেশ মিত্র
রাধিকা প্রসন্ন	......	যোগেশ চৌধুরী
মুরলীধর	......	রবী রায়
মিঃ হাম্প্‌ডেন্	......	মিঃ হাম্প্‌ডেন্
ব্রজরাজ	......	ভূমেন রায়
নির্ম্মল	......	জহর গাঙ্গুলী
অপর্ণার মামা	......	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
আলেক নাথ	......	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণধন	......	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
যতীশ্বর	......	উমানাথ রায় চৌধুরী
কামাখ্যাচরণ	......	বিজয় কার্ত্তিক দাস
পাঁচকড়ি	......	বিনয় বসু
তুলসী	......	মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
গাড়োয়ান	......	বিল্ব মঙ্গল
জনৈকা স্ত্রীলোক	......	নগেন্দ্র বালা
সৌদামিণী	......	আসমান তারা
পতিত পাবণী	......	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
ধীরা	......	চারুবালা
অপর্ণা	......	রেণুকা (সনোরে পিকচার্সের সৌজন্যে)
মিস এথেল্ হাম্প্‌ডেন্	......	মিস এথেল্ হাম্প্‌ডেন্
ছোটখুড়ী	......	পদ্মাবতী
ভিখারিণী	......	রাজলক্ষ্মী
প্রিয়ম্বদা	......	পারুলবালা
তুলসীর স্ত্রী	......	গিরিবালা
ক্ষ্যান্তমনি	......	আঙ্গুরবালা
মোপো	......	বেলা (পপুলার পিচার্সের সৌজন্যে)

শুভ উদ্বোধন রূপবাণীতে ২রা মে '৩৬

নমস্কার —

'মহানিশা'র নতুন করে পরিচয় দিতে যাওয়া বাতুলতা, — নয় কি? বাঙ্গলায় শিক্ষিতের মধ্যে বোধহয় এমন কেউ নেই যিনি এর নাটকীয় সংস্করণের যুগান্তকারী সাফল্যের কথা না শুনেছেন। নাটকে আপনাদের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয়েছে কিনা জানিনা, — তাই এই অনির্বচনীয় কথাশিল্পে আরও যতটা সৌষ্ঠব ও কমনীয়তা প্রকাশ করা সম্ভব, সবাক চিত্রে আমরা তারই চেষ্টা করেছি মাত্র। মতামত আপনাদের হাতে।

— নমস্কার।

গ্রামের কারো অজানা ছিলনা।

যাবার বেলায় শুধু দু'জনের একটা ছোট্ট শেষ চাহনি—আর কিছুই নয়।

নির্ম্মল বর্ম্মা গিয়ে আশ্রয় পেলো তারই এক পিতৃবন্ধু মুরলীধর বাবুর কাছে। তিনি তখন রোগ শয্যায়—জন্মান্ধ কন্যা ধীরার পরিণাম চিন্তা ক'রে—তখনও ওপারের ডাকে সাড়া দিতে পাচ্ছিলেন না।

নির্ম্মলের ভবিষ্যৎ জীবনের
আশা——————রেঙ্গুন।

একমাত্র পুত্র ব্রজ বিলাস-ব্যসনে নিজেকে এমন ক'রে ডুবিয়ে দিয়েছিল যে, পিতা এবং ভগ্নীর মনোব্যথা বোঝবার অবসর তার ছিলনা। একটি মাত্র জিনিষ সে দুনিয়ার সার পদার্থ ব'লে স্থির ক'রে রেখেছিল—সে হ'চ্ছে বিলাতী আদব কায়দার গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দেওয়া। তার ওপর ব্রজ হাম্পডেন্ কন্যা এথেলের প্রেমে মসগুল।

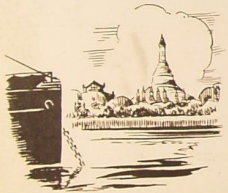

আত্মীয়-স্বজনহীন এই দূরদেশে পিতা-পুত্রীর এক অকৃত্রিম সুহৃদ্ জুটে গিয়েছিল—তিনি এঁদের গৃহ চিকিৎসক—কেশব বাবু। তিনি শুধু এদের কাছে ডাক্তারই ছিলেন না—যেন এই পরিবারের অপরিহার্য্য কোন বিশেষ আত্মীয়।

মুরলীধর বাবুর পারিবারিক জীবন দুঃখের হ'লেও—তিনি ছিলেন নামকরা ধনী। 'হাম্পডেন' ব'লে তাঁর এক সাহেব বন্ধুর সঙ্গে একযোগে "মুখার্জ্জী হাম্পডেন" নামে ব্যবসা চালিয়ে তিনি এই খানে বিস্তর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

নির্ম্মল তাঁর কাছে শুধু আশ্রয়ই পেলেনা সেই কারবারে চাকরীও তার জুটে গেল।

ব্রজরাজের ক্রমোন্নতি।

ওদিকে দীর্ঘ পাঁচমাস প্রতীক্ষার পর সৌদামিণী নির্ম্মলের পত্রে তার সব কথা জানতে পারলেন।

নির্ম্মলের কাছে সৌদামিনীর চিঠির জবাব আসে সেই চিঠি পড়তে গিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠে—অপর্ণার প্রেম-গুঞ্জন মুখরিত হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি।

এদিকে অরক্ষণীয়া মেয়েকে নিয়ে সৌদামিণীর দিনগুলো ক্রমশঃ ভারী হ'য়ে উঠে। গ্রামে দশজনে দশকথা বলে—স্নানের ঘাটের বাতাস মা মেয়ের কুৎসায় ভ'রে যায়। অপর্ণার গ্রাম সম্পর্কে এক ছোটখুড়ি পরামর্শ দিলে—তাদের গ্রাম ছেড়ে অন্য কোন আত্মীয়ের কাছে চ'লে যেতে,—নইলে এ নিন্দের ঢেউ কিছুতেই বন্ধ হবেনা। অন্য উপায় না দেখে শেষে তাই স্থির হ'ল।

ছোটখুড়ি তাঁদের হ'য়ে রাধিকা মুখজ্যেকে এক চিঠি দিল। রাধিকা সৌদামিণীর দাদামশাই। ইনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক সংসার যুদ্ধে ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে তাঁর বাইরেটা হ'য়ে গেছে রুক্ষ কর্কশ। কিন্তু অন্তর এখনও ফল্গু ধারার মত স্নিগ্ধ।

যথা সময়ে চিঠি গিয়ে রাধিকার হাতে পৌঁছুলো সেই সঙ্গে তাঁর মনে ভেসে উঠল বিগত দিনের সুখ দুঃখময় ইতিহাসের কথা। সন্তানহারা বৃদ্ধের বুক ব্যথায় বিষিয়ে উঠল।

তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বেহারী বৃদ্ধের অন্তরের সমস্ত কথাই জানতো। একদিন গভীর রাত্রে কার পদশব্দ শুনে বেহারী গোপনে ওপরে গিয়ে দেখলে—সন্তানহীন বৃদ্ধ কতগুলো খেলনা নিয়ে মগ্ন হ'য়ে আছে। তখন তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইল না। সে সৌদামিনীদের আনতে পলাসডাঙ্গা রওনা হ'ল, এবং যথা সময়ে তাদের নিয়ে ফিরে এলো।

আশ্রয়হীণা অপর্ণা আবার—নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে। ভাগ্যে কি আছে, কে জানে?

বর্ম্মায় মূরলীধর চেষ্টা করেও যেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবর্ত্তমানে জন্মান্ধকন্যা ধীরার কি অবস্থা হবে এ কথা ভেবে বৃদ্ধের মনে স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই—! তাঁর একান্ত কামনা নির্ম্মল ধীরার ভার নেয় এই পরিবারের সুহৃদ্ কেশব ডাক্তারের ও তাই অভিপ্রায়। এতে সুরু হ'ল নির্ম্মলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। • অপর্ণাকে সে কোনমতেই ভুলতে পারেনা। এ দিকে ধীরার ভার না নিলে মরনোন্মুখ বৃদ্ধ তাকে অকৃতজ্ঞ মনে ক'রবেন। নির্ম্মল মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে ধীরাকে গ্রহণ করবার জন্যেই—প্রস্তুত হ'ল।

সেদিন হাম্পডেন্ হলে নাচ চল্‌ছিল। করতালি ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হ'য়ে উঠল। সেই ধ্বনির সঙ্গে মিলে গেল—নির্ম্মলের কক্ষের দ্বারে ধীরার ব্যাকুল করাঘাত—মুরলীধর মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছেচেন।

নৃত্য গৃহে ব্রজ আজ বড় বিষন্ন, যে এথেলের জন্যে সে জগৎ সংসার ভুলে ব'সেছিল সে আজ নর্টনের অনুরাগিণী।

জীবনের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা নির্ম্মলের—কথা তো দেওয়া যায়না।

মহানিশা

এদিকে মুরলীধরের আসন্ন মৃত্যু লক্ষ্য ক'রে নির্মল ধীরাকে বিবাহ ক'রতে সম্মত হ'ল—ডাক্তারের সুব্যবস্থায় তৎক্ষণাৎ মরনোন্মুখ বৃদ্ধের সম্মুখে কোনও রকমে বিবাহের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হ'ল। লীগ নিভে যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যেমন জ্বলে উঠে মুরলীধর ঠিক তেমনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন—তাঁর ধীরার সুব্যবস্থা হ'ল ভেবে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র! নির্ম্মলের সব শেষ!
আর অপর্ণা?

ডাক্তার খবর দিয়ে ব্রজকে নাচের আসর থেকে ডাকিয়ে আনলেন। সে গৃহে ফিরে পিতার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে—নির্ম্মলকে এই ব'লে কটূক্তি ক'রতে লাগ্‌ল যে অর্থের লোভেই সে ধীরার পাণি গ্রহণ ক'চ্ছে।

বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মুরলীধর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন।

মহানিশা

ওদিকে — দুঃশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় সৌদামিনী শিবের অসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ল। গ্রামের বিচক্ষণ কবিরাজ তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ ক'রল—কিন্তু, ঠিক এই সময়ে রাধিকা মুখুজ্যে অকালে প্রাণত্যাগ ক'রলেন। অসম্পূর্ণ রইল—অপর্ণার বিবাহ, অসম্পূর্ণ রইল রাধিকা প্রসন্নের সম্পত্তির শেষ বিলি ব্যবস্থা।

বিপদ কখনও একা আসে না। অপর্ণার শেষ আশ্রয় দাদামশাই—কিন্তু তারপর?

মহানিশা

ওদিকে ব্রজ এখেলের আশা ছেড়ে দিয়ে 'মাপো' নাম্নী এক বর্ম্মী সুন্দরীর প্রেম পূজারী হ'য়ে পড়ল। কিন্তু যখন সেও তাকে ছেড়ে গেল—ব্রজ স্থির ক'রলে নিরীহ কালো বাঙ্গালীর মেয়ে বিয়ে ক'রবে। তার এই সুমতি দেখে ডাক্তার তাদেরই অফিসের এক কর্ম্মচারীর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

বিবেক নির্ম্মলকে বলে—"ভালবাসা কি জোর ক'রে হয়? মন কি আর কখন পরিষ্কার হবে?"

ব্রজর বিবাহিত জীবন মধুময় হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু নির্ম্মল? সে ধীরাকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু তাকে আনন্দ দিতে গিয়েই তার মনে ভেসে উঠে চির দুঃখিনী অপর্ণার কথা। ওরা কেউ যেন কারো মনের নাগাল পায়না।

কি একটা অফিসের কাজে নির্ম্মল মফঃস্বলে রওনা হ'ল—কিন্তু পথে দুর্ঘটনা ঘটায় আহত অবস্থায় ফিরে এলো ধীরার কাছে। তাকে শুশ্রূষা করতে করতে ধীরা জান্‌তে পারলে নির্ম্মলের সমস্ত মনপ্রাণ ছেয়ে আছে অপর্ণা—সেখানে তার ঠাঁই কৈ?

ওদিকে এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি এসে রাধিকা প্রসন্নের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস ক'রলে—শেষে একদিন সৌদামিণী আর অপর্ণা সত্যই গৃহহীন হ'ল। তাদের শেষ সম্বল, পথের সাথী রইল চির বিশ্বস্ত বেহারী।

কিছুদিন জলের ওপর থাক্‌লে শরীর সুস্থ হবে মনে ক'রে নির্ম্মল ও ধীরা ষ্টীমার ভ্রমণে রওনা হবে, স্থির হল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ যতীশ্বর এসে পৌঁছুল। সেও গেল তাদের সঙ্গে। যতীশ্বর ষ্টীমারে অপর্ণাদের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে নির্ম্মলকে বর্ণনা ক'রে তাকেই এইজন্যে দায়ী ক'রলে।

আমি নির্ম্মল—যে কি অবস্থায় আছি, তুমি বুঝ্‌তে পারবেনা যতীশ্বর!—পারবেনা।

ধীরা স্বকর্ণে সবই শুনতে পেলো। এ জীবন রেখে সে ত কোনমতে নির্ম্মলকে সুখী করতে পারে না? "আমার জীবন অন্ধকার মহানিশা। তোমার জীবন ব্যর্থ আমি হতে দেব না। কথা রাখ—অপর্ণার কাছে যাও। মহানিশা—মহানিশা"—ধীরা তার শেষ মিনতি জানিয়ে চকিতে নির্ম্মলের বাহুবন্ধন ছিন্ন করে নদীর অতলজলে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

.....সেই

মহানিশার শেষ ভোরের বেলায়
কালীঘাটে একটী মেটে ঘরে রোগ
শয্যায় শায়িতা অপর্ণা, স্মৃতাবিষ্টা।
নিশ্চল যেন তার কাছে ফিরে এসেছে।
অপর্ণার মুখে কথা ফোটে না। সেই
মনের সব ভারটুকু নীরবে সে যেন
নিশ্চলের উপর দিয়ে তার বুকে মাথা
গুঁজে অস্থির নিশ্বাস ফেলছে।
লোকে বলে ভোরের স্বপন সত্যি হয়।

সংগঠনকারীগণ

কাহিণী	.....	অনুরূপা দেবী।
পরিচালক	.....	নরেশ মিত্র।
আলোক শিল্পী	.....	অশোক সেন।
শব্দ যন্ত্রী	.....	এস,এন, সিং।
সুর শিল্পী	.....	অমর বসু।
প্রযোজক	.....	শিশির মল্লিক।